মুমিনের চরিত্র

উস্তায আবু উসামা আল হিন্দি

ফাতিহ
প্রকাশন লিমিটেড

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

এ বিষয়টি কতই না উত্তম যে, আল্লাহর প্রতি আশা ও সুধারণা রাখা। কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ভালোবাসে তবে তাঁর প্রতি অন্তরে সবসময় উত্তম আশা ও সুধারণা পোষণ করে। আর মুমিন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাঁর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর পালনকর্তা ও তাঁর রব মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলাকে, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাই সে সবসময় আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করে। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে কখনো তাঁর প্রতি সুধারণা রাখা থেকে তার অন্তর বিচ্যুত হয় না। সে কখনো আল্লাহর প্রতি নিরাশ হয়ে পড়ে না। সে যদি কখনো কোনো বিপদে পতিত হয়, তবে তাকেও সে নিজের রবের পক্ষ থেকে নিয়ামত ও পরীক্ষা হিসেবে কল্পনা করে। তাঁর প্রতি তখনো উত্তম ধারণা রাখে। সে জানে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ কেবল মুমিনদেরই প্রাপ্য। তাই সে কখনো নিরাশ হয় না। আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে তাঁর সাহায্য কামনা করে। সে জানে যতক্ষণ আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা না চাইবেন ততক্ষণ কোনো ধরনের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত তার প্রতি আপতিত হতে পারে না। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে তার অন্তরে অনাবিল সুখ -শান্তির পরশ অনুভব করে। একটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তাঁর সাথে তেমনই আচরণ করি।'[১]

একজন মুমিন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ করে, তাই সে তাঁকে তেমনই পায়। সে তাঁর প্রতি আস্থা রাখে, ফলে আল্লাহ তার আস্থাভাজন হয়ে যান। সে আল্লাহর রহমত হতে কখনো নিরাশ হয় না, তাই তিনিও কখনো তাকে নিরাশ করেন না। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামত কিংবা মুসিবত যাই লাভ করুক না কেনো সে তাঁর থেকে কখনো বিমুখ হয় না। তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হয় না। একজন মুমিন সর্বদাই তাঁর প্রতি ইতিবাচক ধারণা রাখে, তাঁর থেকে কল্যাণের আশা করে এবং উত্তোরত্তর তার সমৃদ্ধি ঘটায়।

একবার এক বেদুইন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বলা হলো, 'তুমি তো মারা যাবে।' সে বললো, 'মারা গেলে কোথায় যাবো? বলা হলো, 'আল্লাহর কাছে।' সে তখন বলল,

১. সহিহ বুখারি : ৭৫০৫, সহিহ মুসলিম : ২৬৭৫।

কুরআনের সাথে হৃদয়ের সংযোগ

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে দিয়েছেন তাঁর বিধিবিধান, ওহি। শেষ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নবুওয়াতের ধারার সর্বশেষ নবি ও রাসুল । আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তাঁকে দিয়েছেন তাঁর কালাম আল কুরআনুল কারীম। এই কুরআন মুমিনের চলার পথের পাথেয়। মানবজাতির মুক্তির সনদ মহাপবিত্র এ গ্রন্থ। এ মহাগ্রন্থের আলোয় মুমিন নিজের জীবনকে আলোকিত করে তোলে। হিদায়াতের সমুদ্রে অবগাহন করে নিজের জীবনের পাপ-পঙ্কিলতা সাফ করে নেয়। জাহিলি যুগে মানব যখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা স্বরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাজিল করেন মানবজাতির মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ কুরআনে রয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ও সকল কার্যাবলী সম্পাদনের সুস্পষ্ট বিধিবিধান। এ কুরআন মুত্তাকি তথা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য পথনির্দেশ। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

‘এই সে কিতাব, যা মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ।’[৭]

এ কুরআন হিদায়াত, পথনির্দেশ ও ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।[৮]
এই কিতাবে উম্মাতে মুসলিমার জন্য রয়েছে হিদায়াত ও কল্যাণ। পবিত্র এই গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষ খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা ও আলোর সন্ধান।
আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন,

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

এ কিতাব মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[৯]

---

৭ . সুরা আল বাকারা : ২|
৮. সুরা বাকারা : ১৮৫|
৯. সুরা নমল : ৭৭|

অন্ধকার জাহেলিয়াতের যুগে পবিত্র কুরআন এসেছে হিদায়াতের আলো নিয়ে। যার আলোয় আলোকিত হয়েছে সম্পূর্ণ বসুধা। যার স্পর্শে ধুলির ধরা পরিণত হয়েছে সহস্র স্বর্ণের চেয়েও দামিতে। এতে রয়েছে শান্তির পথের ঠিকানা।

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আলো ও কুরআন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির কামনা করে এবং তিনি নিজ আদেশে তাদের অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে যান এবং পরিচালিত করেন সরল পথে।'[১০]

এ কিতাবে রয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ সুস্পষ্টভাবে সম্পাদনের বিধিবিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

'আমি তোমার জন্য নাজিল করেছি কিতাব। এ হলো সব কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা আর হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।'[১১]

হাদিসে এসেছে যে, কিয়ামতের কঠিনতম দিবসে কুরআন তাঁর পাঠকারীদের জন্য আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার নিকট সুপারিশ করবে এবং তাঁর সুপারিশকে কবুল করা হবে।[১২]

একজন মুমিনের সাথে কুরআনের সম্পর্ক হলো আত্মিক।তার হৃদয়ের সাথে কুরআনের সংযোগ স্থাপিত।একজন মুমিন বিশ্বাস করে যে কুরআনের প্রতিটি বিধিবিধান ও রীতিনীতি, আইন-কানুন প্রতিটি যুগেই সমভাবে প্রযোজ্য। সে কুরআনের আইনকে সেকেলে মনে করে না। একজন মুমিন তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে কুরআনের আদর্শের ছাঁচে গড়ে তুলতে চায়। মুমিনদের সামনে যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা শুনে তাদের অন্তরে ইমান বেড়ে যায়।

১০. সুরা মায়িদাহ : ১৫-১৬ |
১১. সুরা নাহল : ৮৯ |
১২. মুসনাদে আহমাদ : ৬৬২৬ |

কুপ্রবৃত্তির ডাক

মাঝরাত, সুনসান পরিবেশ। আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। এমন সময় ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন তিনি। মোবাইলটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন।তা র কুপ্রবৃত্তি তাকে বারবার আহ্বান করছে। নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করছে। ডাটা অন করে ব্রাউজারে গিয়ে কিছু লিখলেন তিনি। তার চোখে মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ স্পষ্ট। লেখা শেষে ওকে- তে চাপ দেবার আগেই হুশ ফিরলো তার। এ কি করছেন তিনি? দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মোবাইলটা । তার কপাল ঘামে ভিজে গেছে। দুরুদুরু করে কাঁপছে বুক। দ্রুত উঠে পড়লেন তিনি। অযু করে এসে দুরাকাআত নফল সালাত আদায় করলেন। সিজদায় পড়ে আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলার নিকট নিজের চোখের অশ্রু ছেড়ে দিলেন। নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে ক্ষমা চাইলেন, তাওবা করলেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন আর কখনোই এরূপ না করার।

আপনি কি জানেন, উপরের গল্পটি কার হতে পারে, হ্যাঁ! গল্পটি একজন মুমিনের। একজন মুমিনের যখন শয়তানের দ্বারা বিপদ ঘটে, যখন সে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলার অবাধ্যতার জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে যায় তখন তার অন্তর কেঁপে উঠে। তার হৃদয়ের নিভৃতে থেকে কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে বাধা প্রদান করে। অতঃপরসে পাপ করা থেকে বিরত হয়। এটিই আল্লাহ্ তাআলার সাথে মুমিন বান্দার ভালোবাসা। মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার নিদর্শন।
একজন মুমিন আল্লাহকে কেবল ভয়ই করে না; বরং তাঁকে ভালোওবাসে তাঁর ভালোবাসায় নিজের সবকিছু উজাড় করে দেয়। তার অন্তর আল্লাহর সঙ্গ পেতে ব্যাকুল থাকে। তাই যখন সে শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে নিজেকে ধ্বংস করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখন আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত অন্তর তাকে বারবার বাঁধা প্রদান করতে থাকে। তার অন্তরে বপিত ইমানের বীজ তাকে নিষেধ করতে থাকে। গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে বলে। মুমিনের এই গুণ তাকে জান্নাত অবধি সঙ্গ দেয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

গুনাহের জন্য অনুশোচনা

রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তবে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন, তার গুনাহ পাহাড়সম কিংবা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণই হোক না কেন! হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক লোক এমন ছিলো, যে গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজের উপর সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিলো। নিজের প্রতি অবিচার করেছিলো। যখন তার মৃত্যুর সময় এলো, তখন সে তার সন্তানদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আমার সন্তানেরা! আমায় বলো, আমি তোমাদের কেমন পিতা? তারা বললো, সর্বোত্তম পিতা। সে বললো, হে আমার সন্তানেরা! মৃত্যুর পূর্বে আমি তোমাদের একটি অসিয়ত করছি। আমি যখন মারা যাবো তখন তোমরা আমার দেহটিকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। তারপর সে ছাইগুলোকে পিষে ফেলবে। এরপর সেগুলোকে ঝড়ো বাতাসে উড়িয়ে দেবে, যাতে করে আমাকে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান না হতে হয়। কেননা, আমি এতো সীমা অতিক্রম করেছি যে, আল্লাহ যদি আমাকে পান, তবে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দেন নি। অতঃপরতার যখন মৃত্যু হলো তার সন্তানরা বুকে পাথরচাপা দিয়ে পিতৃআদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বায়ুকে নির্দেশ দিবেন তার অভ্যন্তরে এ ব্যক্তির যা আছে তা যাতে উপস্থিত করে। সমুদ্রকে আদেশ করবেন তার অভ্যন্তরে যা আছে, তা বের করতে। অতঃপর আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।

তখন আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন, 'কিসে তোমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করলো? তুমি কি ভেবেছ যে আমি তোমাকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই?' তখন সে জবাব দিবে, 'আমি এতো পাপ করেছি যে, তার অনুশোচনা ও ভয়ে আমি আপনার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করছিলাম।' তখন আল্লাহ ফিরেশতাদের ডেকে বলবেন, 'হে আমার ফিরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো। আমি আমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

এই লোকটি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিলো। তবু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কারণ সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলো। সে নিজের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলো। তার গুনাহ তাকে অনুশোচনার অনলে বিদ্ধ করেছিলো। একজন মুমিনের অবস্থাও এরূপ। সে তার প্রতিটি গুনাহের জন্য অনুশোচনা করে ।

গুনাহ করার পর অনুশোচনার অনল তাকে দগ্ধ করতে থাকে। অনুশোচনার করালস্রোত তাকে চারদিক হতে ঘিরে ধরে। তাকে শান্তিতে নিশ্বাস নিতে দেয় না, তাকে চোখ বুজে প্রশান্তিভরে বাতাস নিতে দেয় না। তার গুনাহের দরুন সৃষ্ট অনুশোচনা তার টুঁটি চেপে ধরে। তার শ্বাসনালিকা বন্ধ করে দিতে চায়। এমতাবস্থায় সে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারে না। পরিশেষে, সে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এটি মুমিনের একটি বিশেষ গুণ।

আর যারা গুনাহ করার পর অনুশোচনা করে না, নিজেদের পাপকর্ম যাদের অন্তরে ভাবান্তর ঘটায় না, যারা নিজেদের গুনাহ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন,

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

‘তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা শুনে না; এরা হলো পশুর ন্যায়। বরং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট; তারা হলো অচেতন।’[২৮]

গুনাহের জন্যে অনুশোচনা বান্দার জন্যে আল্লাহর দয়া, রহমত ও ক্ষমা ডেকে আনে। গুনাহের প্রতি অনুশোচনা না হওয়া অহংকারের আলামত। যে ব্যক্তি গুনাহ করে কিন্তু নিজের গুনাজের দরুন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার নিকট অনুশোচনায় বিদ্ধ হয় না, সে আল্লাহর সাথে অহংকার করে। আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ তাআলা যখন নির্দেশ দিলেন তাঁকে সিজদা করার জন্যে তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো। ইবলিস অহংকারবশত অবজ্ঞাভরে বললো,

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

‘আমি তার থেকে উত্তম।’[২৯]

তার এ অহংকার তাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করলো। সম্মানজনক আসন থেকে সে বঞ্চিত হলো। এরপর তার কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা যখন তাকে সম্মানজনক আসন থেকে বহিষ্কৃত করলেন তখনও নিজের এ ধৃষ্টতার দরুন অনুশোচিত না হয়ে অহংকার বজায় রেখে সে বলল,

২৮. সুরা আরাফ : ১৭৯।
২৯. সুরা আরাফ : ১২।

রাত্রি জাগরণ

শেষরাত্রি; এ সময় ঘুমটা বেশ ভালো জমে। তাই এ সময় কাউকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলাটা একপ্রকার অসম্ভব। পাতলা ঘুমের অধিকারীরাও এ সময় হয়ে যায় ঘুমকাতুরে। আর রাত্রির এ সময়টাতেই আরশের অধিপতি মহান মাবুদ অবতরণ করেন ধুলির ধরার নিকটবর্তী আসমানে। আহ্বান করেন তাঁর বান্দাদের। জানতে চান তাদের সুখ-দুঃখ। হতে চান তাদের নির্জন মুহূর্তের সঙ্গী। পূরণ করতে চান তাদের প্রয়োজন।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রতিরাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, 'কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেবো! কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে তা দেবো! কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করবো!'[৫১]

এ সময়টি অতীব মর্যাদাপূর্ণ এ সময়ে বান্দা তাঁর প্রভুর সাথে একান্তে মিলিত হয়। তাঁর সাথে সময় অতিবাহিত করে। নিজের সমস্ত প্রয়োজন তাঁকে জানায়। নিজের মনের সমস্ত দুঃখ ও বেদনার কথা রবের কাছে প্রকাশ করে। তাঁর সিজদা য় মাথা নুইয়ে দেয়। জীবনের সমস্ত বিপদাপদ ও সমস্যা সমাধানে এবং নিজের জীবনকে আরো সুন্দর, সুবাসিত ও সুরভিত করে তুলতে তাঁর নিকট ধরনা দেয়। এ সময়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সময়ে বান্দা তাঁর প্রভুর নিকট যা কামনা করে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তাকে তাই দান করেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'রাতের বেলা এমন এক সময় আছে, যে সময়টিতে একজন মুসলিম আল্লাহ তাআলার নিকট উত্তম যা কিছুই চায়, তিনি তাকে তাই দান করেন।'[৫২]
রব্বুল আলামিনের এই ডাক সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। বেশিরভাগই বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকে। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার ডাক তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে না।

৫১ . সহিহ মুসলিম : ৭৫৮, আস সুন্নাহ : ১০০৯, আশ শরীয়াত : ৭০১, আন নুযুল: ১২।
৫২. মুসনাদে আহমাদ : ৭৪০৪, সুনানে আবি দাউদ : ১৩১০।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে এবং জীবন দিয়ে জিহাদ করবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জ্ঞান রাখো।'[১১১]

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার সাথে জান্নাতের বিনিময়ে নিজের জীবনের সওদা করাকে তিনি মহাসাফল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর নিকট নিজের জীবনের সওদা করা মানে হলো তাঁর রাহে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেওয়া। জীবনের প্রতিটি কাজ কেবলমাত্র তাঁর করা, নিজের জীবনকে তাঁর পথে কুরবান করে দেওয়া।

এ কাজসমূহের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলো, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'[১১২]

যারা তাঁর সাথে নিজেদের জীবনের সওদা করেছে অতঃপর তাঁর জমিনে তাঁর আইন বাস্তবায়িত করতে লড়াই করেছে, মাজলুম ও নিপীড়িত উম্মাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করতে গিয়ে রণাঙ্গনে অথবা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে তাঁর পথে শাহাদাতের পেয়ালা হতে অমিয় সুধা পান করেছে তাদেরকে তিনি মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে জীবিত ও তাঁর নিকট হতে রিজিকপ্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদরে তোমরা মৃত বলো না; তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না।'[১১৩]

যারা আল্লাহর নিকট নিজের জীবনকে জান্নাতের বিনিময় হিবে বিক্রি করে দিয়েছে, অতঃপর নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে তাঁর পথে সংগ্রাম করেছে, আল্লাহর নিকট তারাই প্রকৃত মুমিন হিসেবে সমাদৃত। তিনি বলেন,

---

১১১. সুরা সফ :১১।

১১২. সুরা আনআম : ১৬২।

১১৩. সুরা বাকারা: ১৫৪।

সালাতে বিনয়ী

সালাতে দাঁড়ালেই আমাদের রাজ্যের সব হিসেব নিকেশের কথা মনে পড়ে। বীজগণিতের অমীমাংসিত অঙ্ক আর রসায়নের সবচে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে শুরু করে ডিএনএ-র মডেলও তখন দুধভাত হয়ে যায়।মনের জানালায় উকি দেয় নিত্যনতুন ভাবনা। এর কারণ হলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা। শয়তান কখনোই আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকট বিনীতভাবে ও মন ও মননকে উপস্থিত হতে দিতে চায় না। তাই সে প্রতিনিয়ত সালাত আদায়কারীর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। তাদের অন্তরকে সালাত আদায় থেকে গাফিল করতে চায়। আর যারা শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় তাদের জন্য কেবল ধ্বংসই রয়েছে। তাদের হৃদয় হয়ে পড়ে শুষ্ক, পাতাঝড়া, মুকুলশূন্য বৃক্ষের ন্যায়। তাদের অন্তর হয়ে যায় মলিন ও কঠিন । তারা নিজেদের স্থান জাহান্নামে ঠিক করে নিয়েছে।

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

‘অতএব, ধ্বংস সে সকল লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে । তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।[১২৪]

কিন্তু মুমিনগণ শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দেয় না। সে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় না। খুশু-খুজুর সাথে সে সালাত আদায় করে দুনিয়ার কোনো কিছুই তাকে সালাত আদায় থেকে, আল্লাহর স্মরণে নত হওয়া থেকে বিরত করতে পারে না। দুনিয়ার কোনো লাভ তাকে সালাত আদায়ের থেকে আটকে রাখতে পারে না।

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন,

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘আল্লাহর স্মরণের দিকে (সালাত) শীঘ্রই ধাবিত হও, ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো। এই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।’[১২৫]

---

১২৪. সুরা যুমার : ২২।

১২৫. সুরা জুমুআহ : ৪৯।